হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর উত্তরসূরীদের দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত কাফেলায়ে শাহ্ জালাল (র.)

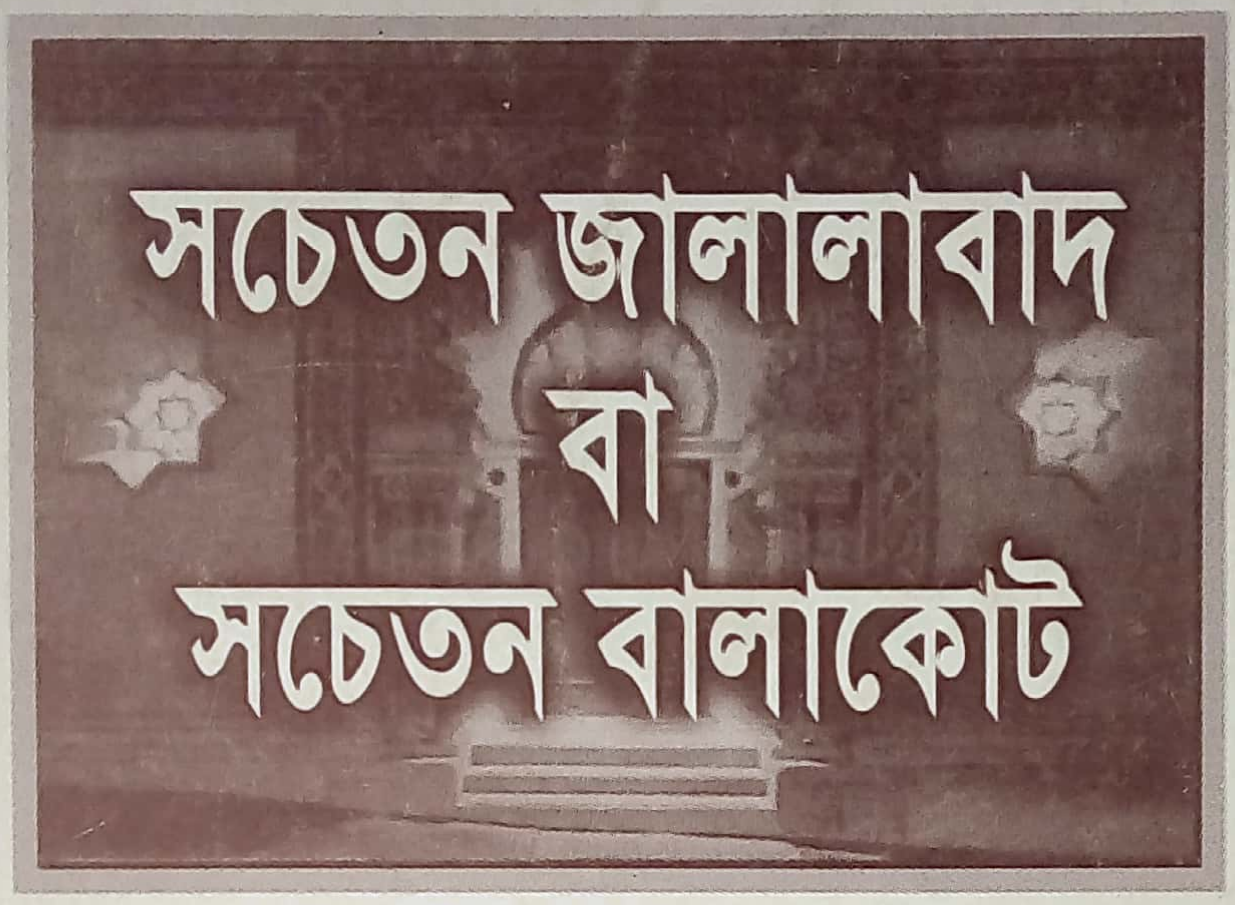

শায়খুল হাদীস খাজা মোহাম্মদ আজিজুল বারী মোজাদ্দিদী

সভাপতি

কাফেলায়ে শাহ্ জালাল (র.)

খাজা মোহাম্মদ তকী উদ্দীন
রওশনীয়া লাইব্রেরী, বড় ফেছি বাজার
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

সচেতন জালালাবাদ

শায়খুল হাদিস খাজা মোহাম্মদ আজিজুল বারী মুজাদ্দিদী (ইবনুল ফছিহ)

প্রকাশ কাল
অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী

প্রকাশক
মোছাম্মৎ আমিরা চৌধুরী
কাফেলায়ে শাহ্ জালাল (রহঃ)
বড়ফেছি বাজার, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
দেওয়ান মাসুম রায়হান চৌধুরী

বর্ণ বিন্যাস
স'লিপক
বর্ণ কানন কম্পিউটার
মৌলভীবাজার-৩২০০।

স্টকিস্ট
আলহাজ্ব আব্দুছ ছুবহান (একলিম)
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৩২৮০০২
প্রফেসার হাবিবুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭১১৮৩৫৮৩৬
মাওলানা খাজা মোহাম্মদ তকি উদ্দিন
মোবাইলঃ ০১৭২১৯৬৭৪২২

মূল্য: ৩০/= টাকা

এক নজরে সচেতন জালালাবাদ

সচেতন বালাকোট-৩ যাদের পরিচিতি অপরিহার্য-৫ মিথ্যার
সামাহার-১২ সৈয়দ আহমদ ..... অপকর্ম-১৯ ভারত
বর্ষের মূখ্য পীর-২৩ বর্ণ চোর-২৪ বাহাজ সংকান্ত
আলোচনা-২৪ কাফেলার শাহাজালাল (রাঃ) সতর্কবানী-২৫

উৎসর্গ

মর্শেদে বরহক ইমামে রাব্বানী আল্লামা ***আবু নসর সৈয়দ আবেদ শাহ্*** মুজাদ্দেদী আল মাদানী (রহঃ)

স্মরণে .....

ভূমিকা

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার অর্থলোভী পীররা নজরানার লোভে কতেক জাহীলদেরকে খিলাফত দিয়ে ছিলেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলী হজ্জে যাবার সময় অনেককেই খিলাফত দান করে মুজাহিদ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। বৃটিশ সরকারের নেক নজরে কেবল কেরামত আলী জৌনপুরী ও সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর খিলাফত বহাল রয়েছে। পাঠানেরা কলকাতাসহ পূর্বাঞ্চলে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারায় জৌনপুরী ও নিজামপুরী পাঠানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। পাঠানদের কঠোর পদক্ষেপে দিল্লীসহ পশ্চিমাঞ্চলে সৈয়দ আহমদের কোন খলিফার অস্থিস্ত বহাল থাকেনি বর্তমান অবস্থয় জৌনপুরী পীরেরা খিলাফত প্রার্থী জাহীলদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় খোঁজ খবর নিয়ে জাহীল পীরদের ধর্না দিয়ে থাকেন। শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউনিয়নে জনৈক জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি আব্রু মিয়ার কবরকে মাজারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ছারছিনার পীর উক্ত মাজার জিয়ারত করেছেন। এমাদউদ্দিন ফুলতলীও মাজারে গিয়েছেন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন। অথচ উক্ত আব্রু মিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু কি অপমৃত্যু হয়েছে এর সত্যতা প্রকাশ পায়নি। আত্মীয়-স্বজনেরঅনুমতি ব্যতিরেখে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ও কবরস্থ করা হয়েছে। শরীয়ত সম্মতভাবে মরদেহ পবিত্র স্থানে স্থানান্তর করা অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে দুইজন পীরের মাজারের স্বীকৃতির কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নওয়াব আমির খানের সৈনিক মীর আহমদ এর মা ধ্যমে আমির খানকে ইংরেজ দের সাথে সন্ধি করতে সক্ষম করে শাহজাদা অজিউদৌলাকে কালেক্টর নিযুক্ত ক্রমে মীর আহমদকে ভারত বর্ষের পীরের মর্যাদা দান করা হয়। শাহ্জাদা অজিউদৌলার মাধ্যেমে ইংরেজদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃটিশের অনুমোদনপ্রাপ্ত পীর সৈয়দ আহমদ বেরেলীর খালিফাগণ জাহীল ও মুর্খদেরকে খিলাফত প্রদান করায় এবং ইদানিং ইসমাইল দেহলভী ও আব্দুল হাই লকনভীকে সৈয়দ আহমদ বেরেলীর ইতিহাস হতে রহিত করায় অপর জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনে চেতনায় বালাকোট স্মারক ২০১০ এবং বালাকোট ডাক দিয়ে যায় ২০১০ বুলেটিন এর ভাষ্যকারদের পৃথক পৃথক চুল ছেড়া জবাব দেয়া হবে।

-গ্রন্থকার।

সচেতন বালাকোট

সু-চতুরবৃটিশ-সৈয়দ আহমদ বেরেলীর মাধ্যমে নওয়াব আমীর খানকে আপোষে উপনীত করতে সক্ষম হয়। ইংরেজরা সৈয়দ আহমদকে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া সংগঠনের মাধ্যমে একটি ইসলামী দল গঠনের দায়িত্ব প্রদান করে। সৈয়দ আহমদ যখন দিল্লীর পথে রওয়ানা দেন,দিল্লীতে তার জন্য অনেকেই অপেক্ষায় ছিলেন বলে, এমাদউদ্দিন ফুলতলীর লিখিত সৈয়দ আহমদের জীবনী গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্টায় এর উল্লেক্ষ পাওয়া যায়।
"তাঁর সহকর্মী ও সহচর হওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের ছিল তাঁদেরে গড়ে তোলার কাজ বহুপূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।"

ফরাইজীগণ ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে মুজাহিদ বাহিনী গঠনের কাজ হাতে নেন।

এতে স্পষ্ট যে, যাহারা সৈয়দ আহমদের সহকর্মী ও সহচর হিসেবে তার সঙ্গী হবেন তাদের একটি খসড়া তালিকা পূর্বেই প্রস্তুত হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলী, শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দীছে দেহলভীর খান্কায় তাঁর সংগঠনের লোক সংগ্রহণের জন্য উপস্থিত হতেন। অনুরূপ দিল্লীর অন্যান্য খান্কায়ও সৈয়দ আহমদ বেরেলী ও ইসমাইল দেহলভী যোগাযোগ সৃষ্টি করে আকবরাবাদী মসজিদে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলীর নাম মূলতঃ মীর আহমদ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর এর নামটি কলঙ্কিত নাম হিসেবে প্রকাশ পাওয়ায় মীরেরা সৈয়দ লিখে থাকেন। যেমন তিতুমীরের নাম মীর নেছার আলী ছিল। যদিও সৈয়দ নেছার আলী বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ এর ১ম ভাষ্যকার আবদুল মওদুদ সাহেবের উক্তি-

"শিঘ্রই শাহ্ আব্দুল হক প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সৈয়দ আহমদের কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ তাকে এতখানি পরম গুণ দান করেছেন যে, কেতাবী শিক্ষা তার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার।" (পৃষ্ঠা-১৮)

কোন উম্মতের কিতাবী ইলিমের প্রয়োজন নাই (নাউজুবিল্লাহ)। এরূপ হীন উক্তি কেবল ইবলিসের পক্ষেই সম্ভব। আহলে ইলিম নবী (দঃ) এর কোন উম্মত এরূপ হীন উক্তি করতে পারেন না। এ সকল বানোয়াট উক্তি কেবল এমাদউদ্দিন, হুসামুদ্দিন ও আবদুল মওদুদ গণদের থেকেই প্রকাশ পেতে পারে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ আহমদের বিভিন্ন জীবনীতে সু-কৌশলে কতেক মিথ্যা উক্তি যুক্ত করা হলেও এমাদউদ্দিন ফুলতলী অপর কতেক মিথ্যা উক্তি যুক্ত করেছেন, যাহা প্রকাশ্য মিথ্যা। এতদধিন্ন চেতনায় বালাকোট স্মারক ২০১০ গ্রন্থে ভাষ্যকারগণ লাগামহীন মিথ্যার উদাহরণ

সৃষ্টি করেছেন। কেননা কোন এক মিথ্যা সত্যে রূপান্তরিত করতে তাদেরকে অনেক মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরেলীর অপকর্ম ও বদ আকিদা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেতনায় বালাকোট স্মারক গ্রন্থে ইসমাইল দেহলভী ও আব্দুল হাই লকনভীর নাম বাদ দিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হয়েছে।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ ঈসায়ী এর ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ পুস্তকটি একটি বড় আকারের পুস্তক হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। বালাকোটে সংগঠিত হত্যাযজ্ঞের পর দুর-দুরান্তেযাদের লাশ দাফন করা হয়েছিল, অর্থাৎ আহতদের মধ্য থেকে যারা দু'একদিন পর মৃত্যুবরণ করেছিল পাঠানেরা তাদের মরদেহ কবর থেকে বাহিরে ফেলে দিয়েছিল। এমনকি পাঠানেরা বালাকোট যুদ্ধের মুজাহিদদেরে খুজে খুজে কতল করছিল। যে কারণে এ সকল মুজাহিদ তাদের আবাসস্থলে যেতে সাহস পায় নাই।

খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেন-

"আবুল মনসুর সাহেবের আপন দাদার নাম আরমান উল্লাহ ফরাইজী। তাঁর জৈষ্ঠ্য সহোদর আশেক উল্লাহ 'গাজী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি হন। তখন তিনি ১৮ বছরের যুবক। প্রায় ৩০ বছর পরে যখন ফিরে আসেন তখন তিনি ৫০ বছরের বৃদ্ধ।"

অত্র পৃষ্ঠার শেষাংশে তিনি লিখেন, আফছর উদ্দিন ফরাইজী তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্রকে মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি করেন। (পৃ. ৯-১৩)

উল্লেখ্য, হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরাইজী আন্দোলন এর মাধ্যমেই ইসমাইল দেহলভী ইংরেজদের মদদপুষ্ট হয়ে ওহাবী মতাবলম্বী হয়েছিলেন। যদিও চেতনায় বালাকোটের অপর ভাষ্যকার মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম ফরাইজীদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছেন। এ.কে.এম মাহবুবুর রহমান স্মারক গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় তার ভাষণে বলেন-"তাঁর সামগ্রীক কর্মকান্ডের কথাও ওহাবী আকিদার বাস্তবায়নের নজীর খোজে পাওয়া যায় না।" অথচ সৈয়দ আহমদের বিশিষ্ট দুই সহযোগী ইসমাইল দেহলভী ও কেরামত আলী উভয়ের লিখনী তাকবিয়াতুল ঈমান, সীরাতে মুস্তাকিম ও জখিরায়ে কেরামত কিতাবে ওহাবীদের বদ আকিদার উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষে যেভাবে হাজী শরীয়ত উল্লাহ ওহাবীয়ত প্রচার করেছিলেন, সৈয়দ আহমদ, তিতুমীরও ওহাবীয়ত প্রচার করেছিলেন। সৈয়দ আহমদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পাঠান ও শিখদের কতেক তেজস্বী যবককে হত্যা করে মূলতঃ ইংরেজ বিরোধী শক্তির উৎসই ধ্বংস করা হয়েছিল। অনুরূপ তিতুমীরের বাশের কিল্লার যুদ্ধে সেখানকার তেজস্বী যুবকদের হত্যা করে ইংরেজ বিরোধী শক্তিই ধ্বংস করা হয়েছিল।

মোটকথা পাঠানদের ভয়ে বালাকট পরবর্তী সৈয়দ আহমদের কোন মুজাহিদ কিংবা তার কোন খলিফা আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হননি। যে কারণে পশ্চিমাঞ্চলে সৈয়দ আহমদের কোন খলিফার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে পূর্বাঞ্চল তথা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন কলকাতা এলাকায় কেরামত আলী জৌনপুরী ৮ জন সরকারী পুলিশের সহায়তায় শাহ্ সাহেবের মুরিদ মুতাকিদ মধ্যে সভা-সমিতি করতেন। নতজানু নীতি গ্রহণ করে বৃটিশ রাজ্য ইসলামী হুকমত ঘোষণা দিয়ে সৈয়দ আহমদের সিলসিলা জারী রেখেছিলেন। তার অধনস্ত বংশধর সুফিয়ান সিদ্দিকীর সাথেও দু'জন পুলিশ সার্বক্ষনিক মোতায়েম ছিল।

যাদের পরিচিতি অপরিহার্য্য

১। শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) (ওফাত-১৮২২)

শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) যিনি ছিলেন ভারতবর্ষের আউলিয়া কেরামের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিনের কেন্দ্রস্থল। তার ইলমের প্রশস্ততার পরিমান এই যে, ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের হাদিসের সনদ তারই সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এমনি ভাবে তরীকতের সনদও সকল আউলিয়ায়ে কেরামের তারই মারফতে হুজুর (দঃ) পর্যন্ত মিলিত হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষে তারই মত পথ বিস্তৃত ছিলো। সেই শাহ্ সাহেবের ভাতিজা ইসমাইল দেহলভী ফরাইজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়ত উল্লা গং কতেক ওহাবীদের যোগসাযোসে ওহাবী মতবাদের প্রচারক হিসেবে ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। যদ্দরুন শাহ্ সাহেবের কাছে ইসমাইল দেহলভী ও আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছিলেন। ইংরেজগণ সৈয়দ আহমদ বেরেলীর মাধ্যমে নওয়াব আমীর খানকে বশিভূত করতে সক্ষম হয়। গোপন যোগাযোগীতে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার পীর হিসেবে সৈয়দ আহমদ বেরেলীকে ইসমাইল দেহলভীর নিকট দিল্লীতে প্রেরণ করে, ওহাবীদের মদদপুষ্ট ইসমাইল দেহলভীসহ কতেক ওহাবী মতাবলম্বী সৈয়দ আহমদকে স্বাগত জানায়। সৈয়দ আহমদ বেরেলী শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভীর খানকাসহ শাহরান পুরের বিভিন্ন খানকায় মুজাহিদ বাহিনী গঠনের তৎপরতা শুরু করে আকবারাবাদী মসজিদকে কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। এসময় দিল্লীর জামে মসজিদে ইসমাইল দেহলভী ও আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীর সাথে শাহ্ সাহেবের একবাহাছের দিন তারিখ ধার্য্য হয়েছিল, তবে শাহ্ আব্দুল অজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভীর সাথে তাহারা বাহাছে হাজির হয় নাই। ইসমাইল দেহলভীর সংগঠিত মুজাহিদ বাহিনীকে

সঙ্গে নিয়ে রায় বেরেলীতে গমন করেন। সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমেদ বেরেলী নিজ ব্যয়ে লোকদেরে হজ্বে নেয়ার প্রচার দিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করে অবশেষে কলকাতায় ৩ মাস অবস্থান করেন। হজ্ব থেকে প্রত্যাগমনের পূর্বেই শাহ্ সাহেবের ওফাত হয়। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীসহ শাহ্ সাহেব খান্দানের অনেককে সৈয়দ আহমদ বেরেলীর নিকট বয়েতের মাধ্যমে সুন্নীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সূত্র নিরূপন করেন। এখানে উল্লেখ যে, শাহ্ সাহেব সৈয়দ আহমদের মতো একজন মূর্খ লোককে নিজ খলিফা নিযুক্ত করতে পারেন না। কেননা এটা হবে দ্বীন ও ধর্মের দৃষ্টিতে আমানতের খেয়ানত মাত্র। যদ্দারা পরবর্তী অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সৈয়দ আহমদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। সৈয়দ আহমদ শাহ্ সাহেবের খলিফা ছিলেন এ অপপ্রচার মূর্খ পীরদের মধ্যে খুবই গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এতে মূর্খ ও জাহীল লোকও পীর হতে পারে বলে এ হীন প্রচার সুন্দর ভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, আজও তা বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে একটি কলঙ্কময় অপপ্রচার দ্বারা দ্বীন ও ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যদিও কোন মূর্খ লোক আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে শয়তানী ধোকা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাটি পীরের সম্পর্ক থাকা অতিশয় উত্তম। জাহীল পীর দ্বারা এ মহৎ উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। কেননা সে নিজেই শয়তানী ওয়াছওয়াছা হতে মুক্ত কিনা সন্দেহজনক। তাই সৈয়দ আহমদ মূর্খ হওয়ার কারণে তার দ্বারা বহুবিধ অপকর্ম সংগঠিত হয়েছে ও বহুবিধ নাজায়েজ নির্দেশও জারী হয়েছে। এজন্য শরীয়তের সকল বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি ব্যতিত কোন মূর্খ বা জাহীলকে পীরের জন্য খেলাফত দেওয়া হারাম। ইহা এজন্য যে, খলিফা হবেন আল্লাহ'র দ্বীন ও ধর্মে নবী করিম (দঃ) এর প্রতিনিধি।

২। মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ইসমাইল দেহলভী

ইসমাইল দেহলভী ছিলেন শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলভীর (রঃ) ভাতিজা। তিনি ওহাবী মতাদর্শী হয়েছিলেন। তার লিখিত সীরাতে মোস্তাকিম, তকবিয়াতুল ঈমান ঐ দলের তরিকার কিতাব হিসেবে চিহ্নিত। তিনি সৈয়দ আহমদসহ কয়েক বৎসর আরবে ছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের ধর্মমতের সংস্কার আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় শুরু করেন। তাদের ধর্মমতে এদেশের সবাই (শাহ্ সাহেবের মতাবলম্বী) কাফের। সেহেতু খাবী খান, ইসমাইল দেহলভীকে বলেছিলেন- "আমাদের ধর্ম ভিন্ন, সৈয়দ বাদশার ধর্ম ভিন্ন, সৈয়দ বাদশাহর কত শক্তি আছে দেখা যাবে। ইসমাইল

দেহলভী নওয়াব খাবী খানকে অতর্কিতে ভোর রাতে শহীদ করে তার সমুদয় ধন-সম্পদ, অস্ত্রভান্ডার ও রাজ্য দখল করে নেন। এমনিভাবে অপরাপর পাঠানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও দখল করেছিলেন। ইসমাইল দেহলভীর হাতে আলোচনা সভায় যখন ইয়ার মুহাম্মদ খান শহীদ হন, তখন সুলতান মুহাম্মদ খান তার ভাইয়ের প্রতিশোধ স্বরূপ মুজাহিদ বাহিনীসহ কাজী, তহশীলদার ও অন্যান্য কর্মচারীকে একই দিনে হত্যা করেন। বাদবাকী সাড়ে চার শতাধীক মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে দলপতি সৈয়দ আহমদ বেরেলী কোন একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাশ্মিরের দিকে যাত্রা করেন। বালাকোট ও কাগান এলাকায় অগ্রগামী দলে ইসমাইল দেহলভী ছিলেন। বালাকোটের হত্যাযজ্ঞের দু'দিন পূর্বে জনৈক পাঠানের হাতে ইসমাইল দেহলভী নিহত হন।

৩। নওয়াব আমীর খানের সৈনিক সৈয়দ আহমদ বেরেলী

সৈয়দ আহমদ বেরেলী কৈশোরে পিতৃহারা হন। ১৬/১৭ বৎসরে রোজগারের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন। পরে টুংকের নওয়াব আমীর খানের সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ৬ বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। নওয়াব আমীর খানের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের এক আপোষ রফা-দফার সূত্র থেকে সৈয়দ আহমদ বেরেলী ইসমাইল দেহলভীর সাথে সম্পকিত হয়েছিলেন। ইংরেজেরা নওয়াব আমীর খানের ছেলে শাহ্জাদা অজিহুদ্দৌলাকে সৈয়দ আহমদ বেরেলীর সংগঠনের কালেকট্যার (অর্থ সংগ্রহকারী) নিযুক্ত করেছিল। ইসমাইল দেহলভী সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে তিনি দিল্লীতে কতেক সদস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ধর্মীয় আমল ও দুনিয়ার কাজ কর্ম এবং ইসলামী জিহাদের সমন্বয়ে পরিচালিত পদ্ধতিই তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া বলে প্রচার দেওয়া হয়। চিশতিয়া কাদিরিয়াসহ অন্যান্য তরীকায় যদি কেবল বৈরাগ্য প্রকাশ পাইত তাহলে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়াই সঠিক তরীকা বলে স্বিকৃতি পাইত। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের শক্তি কমজোড় করার হীন উদ্দেশ্যে ওহাবী মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচার করা হয়। হাজী শরিয়ত উল্লাহর মাধ্যমে ভারতবর্ষে ওহাবীয়ত আমদানী হলেও নওয়াব আমীর খানের সন্ধি ও সৈয়দ আহমদের ইমাম নিযুক্তি থেকে ওহাবী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয়। সৈয়দ আহমদের মুজাহিদ বাহিনীতে আরব সৈনিকের যোগদান এবং ইংরেজ সরকারের আমলাদের সহযোগিতা প্রকাশ পাওয়ায় পাঠানেরা সৈয়দ আহমদের চরম বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। ইসমাইল দেহলভী যেহেতু শাহ্ সাহেবের খান্দানের বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তার প্রচেষ্টায় শাহ্ সাহেবের খান্দানের কতেক উলামা উদ্দেশ্যমূলক সৈয়দ

আহমদ বেরেলীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এ সুবাদে শাহ্ খান্দানের সকল মুরিদ-মুতাক্কিদ অকাতরে সৈয়দ আহমদের কাছে মুরীদ হতে থাকে। পেশোয়ার থেকে আহমদ আবাদ অথবা লাহোর হয়ে হজ্জে যাওয়া অতীশয় সুগম হলেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানী এর মাধেমে কলিকাতা হয়ে আরবে গিয়ে সৈয়দ আহমদ দীর্ঘ দিন খারিজিদের তরবিয়ত হাছিল করেছিলেন। অরব থেকে প্রর্তাবিতনের পর ইসলামী রাষ্ট গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাঠানরা বশ্যতা স্বীকার করে সৈয়দ আহমদ বেরেলীকে বাৎসরিক নজরানা দিতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ খান এর উপরও বাৎসরিক ৪০ হাজার টাকা ধার্য্য ছিল। এমনিভাবে সৈয়দ আহমদ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলী ও ইসমাইল দেহলভীর অপকর্মের কতেক উদাহরন নিম্নরূপ ঃ-

* রাসূল (দঃ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ প্রদ্ধতি বাদ দিয়ে পীরের খলিফা হিসাবে নিজ নামে বায়আত গ্রহণ।
* নিজ খরচে হজ্বে নেওয়ার প্রচার দিয়ে মুজাহিদ সংগ্রহের প্রদক্ষেপ গ্রহণ।
* দশমাংশের পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ কর ধার্য্য করা।
* মুজাহিদদের কাছে পাঠান যুবতীদের বিবাহের নির্দেশ।
* নওয়াব খাবী খানের রাজ্য দখল সহ অন্যান নোওয়াবদের রাজ্য দখল ও লুটপাট।
* আলোচনাকালে নওয়াব ইয়ার মুহাম্মদ খানের কামান ইউনিট দখল ও তাহার শাহাদাত বরণ।
* মুজাহিদ বাহিনীর পাইকারী হত্যার প্রতিশোধ বর্জন।

সৈয়দ আহমদের পাঠানদের পাইকারী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা আকবারুল কাবাইর অর্থাৎ মহাপাপ ছিল।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদের পক্ষ হতে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ ছিল-

"গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন মহাপাপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

এখানে প্রতিশোধ বর্জন করে কাশ্মিরের দিকে প্রস্থান করা সৈয়দ আহমদ ও মুজাহিদ বাহিনীর নতজানু নীতি ও লা'নতী জীবন ছিল। এই অভিশপ্ত অবস্থায়ই তারা বালাকোটের নির্জন অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল। এই পলাতক অবস্থায় পশ্চাৎ অনুস্মরণকারী পাঠানদের তাহারা নির্মমভাবে নিহত হয়।

এ সমূহ বিষয়কে স্থানীয় পাঠান ও উলামায়ে কেরাম লুটপাট, জুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন প্রমাণ করে পাঠানদেরে তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার রাস্তা খোঁজতে থাকেন। এ কারণেই স্থানীয় সরদারগণ প্রায়ই সুলতান মুহাম্মদ খানের সাথে গোপন বৈঠক করতেন। মুজাহিদ বাহিনীর কতেক সদস্য ও কাজী, তহশীলদার সহ অন্যান্য কর্মচারীদিগকে একটি সু-নিদ্রিষ্ট সময়ে একসঙ্গে হত্যা করা হয়। এ

পাইকারী হত্যার পর সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভীর মৃত্যু আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায়,উষ্ণতা ত্যাগ করে শাসনাধীন পাঠানদের দেশ পাঞ্জেতার ত্যাগ করে কাশ্মিরের দিকে পলায়ন করে মুসলিম জাতীর কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। পাঞ্জেতারে প্রায় ২০ হাজার মুজাহিদ বাহিনী অবস্থান করেছিল, তাদের অনেকের কাছে পাঠান যুবতীদের বিবাহ হয়েছিল। পাইকারী হত্যার পর পলাতক মুজাহিদদের স্ত্রী সকল তাদের পিত্রালয়ে আশ্রিত হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলীর তথাকথিত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় পাইকারী হত্যা ও অসহায় মহিলাদের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এটা তাদের অপর কলঙ্ক।

পাইকারী হত্যার পর পাঞ্জেতার ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদের জন্য তাদের আশ্রয়স্থল অবশিষ্ট থাকেনি। একটি নিরাপদ দুর্গ স্থাপনকল্পে যে দিন বালাকোটে পৌছেছিল, ঠিক ভোর সকালেই পাঠানদের হাতে মুজাহিদ বাহিনী নির্মমভাবে নিহত হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলীসহ কয়েকজন মুজাহিদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও শেষ অবধি তারা আর রক্ষা পাননি। এটাই ছিল তাদের অপকর্মের পুরস্কার। সৈয়দ আহমদকে মোজাহেদ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না পেয়ে এবং সর্বধিনায়ক ইসমাইল দেহলভী বিহীন মোজাহেদ বাহিনী অসহায় আসস্থায় নিহত হয় এবং অবশিষ্ট কথক পলাতক হয়।

৪। সুলতান মুহাম্মদ খান

পেশোয়ারের শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ খান মুজাহিদ বাহিনীর প্রভাবে সৈয়দ আহমদ বেরেলীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। পরক্ষণে যখন তাহার হাতে দিল্লীর ওলামাদের পক্ষ থেকে একটি ফতওয়া হস্তগত হয়, তখন তিনি তার সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে সৈয়দ আহমদকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় তিনি সাময়িক অসুবিধায় পড়ে সৈয়দ আহমদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে সৈয়দ আহমদের বায়আত পুনর্বহাল করেন। অন্যান্য সরদার এনায়েত উল্লা খান সোয়াতী গংদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তারাও যখন তার সাথে একমত হন। তখনই তিনি কাজী, তহশীলদার ও অন্যান্য কর্মচারীসহ কতেক মুজাহিদ বাহিনীকে একসঙ্গে কতল করার হুকুম দেন। সুলতান মুহাম্মদ খান সৈয়দ আহমদসহ মুজাহিদ বাহিনীকে ধর্মহীন ও ভ্রান্ত বলে ধারণা করতেন। এমনি ভাবে সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভী পাঠানদেরে বেদআতী ও মুনাফিক ও কাফির বলে আখ্যায়িত করতেন। মোটকথা প্রথমদিকে যেভাবে সৈয়দ আহমদের সেনাপতি বীরপুরুষ ইসমাইল দেহলভী বিজয়ী বীর ছিলেন, পরক্ষণে সুলতান মুহাম্মদ খান সিংহপুরুষ এনায়েত উল্লা খান গং অন্যান্য পাঠানদের

সহায়তায় অপমানের গ্লানি মুছতে গিয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যদ্দরুন সৈয়দ আহমদের রাজত্ব চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছিলেন।

৫। এনায়েত উল্লা খান

এনায়েত উল্লা খান সোয়াতী উপজাতীয় পাঠানদের মধ্যে শক্তিধর পাঠান ছিলেন। যেমনি ছিলেন তিনি ধনে-জনেবলীয়ান, তেমনি ছিলেন তিনি দৈহিক শক্তিতেও অতুলনীয় শক্তিধর। সংস্কার আন্দোলনের দাওয়াতে বীরপুরুষ ইসমাইল দেহলভী এবং তার সঙ্গীদেরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন-"তোমাদের সাথে একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধে এর ফয়সালা হবে। এদেশে যদি তোমাদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয় তাহলে আমরা কোন হিন্দু রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করব। যেখানে তোমাদের অত্যাচার হতে আমাদের নিস্কৃতি মিলবে।"

ঈমান যখন জাগলো বইয়ের ২০২ পৃষ্টায় সিংহপুরুষ এনায়েত উল্লা খানের উক্তি লিপিবদ্ধ আছে।

"এই 'আফগান আইন' এ তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির পথ অত্যন্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিলো। বাপ-দাদারপ্রথা ও শতাব্দিকাল ধরে প্রচলিত রছম-রেওয়াজএর উপরও আমল করে আসা হচ্ছিল। এনায়েত উল্লা খান সোয়াতী এবং তার সঙ্গী-সাথীদের সাফ সাফ স্বীকৃতি ও ঘোষণা (যা তারা ইসমাইল শহীদের জবাবে বলেছিল) এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তারা বলেছিল, তোমরা কিতাব ও সুন্নাত থেকে চুল পরিমাণও বেশী আমল করো না। কুরআন-সুন্নাহ এবং উলামা সবাই তোমাদের পক্ষে। কিন্তু কিতাব ও সন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সেসব বিধান আমাদের উপর অত্যন্ত কঠিন ও বোঝা স্বরূপ। এজন্য আমরা তোমাদের ইয়াজুড়ে যেতে দেবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছি আর আমরা কোনক্রমেই তোমাদের যেতে দেব না। এ ব্যাপারে যুদ্ধের জন্যও আমরা প্রস্তুত। অতঃপর ফয়সালা যা হবার হবে। যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমরা আফগান প্রথার উপর কায়েম থাকবো; আর যদি তোমরা জয়যুক্ত হও এবং তোমাদের প্রবেশাধিকার এ দেশে ঘটে, তবে আমরা এদেশ ছেড়ে কোন কাফির রাজত্বে চলে যাব, যাতে সেখানে শান্তির সঙ্গে নিজেদের বাপ-দাদারতরীকার উপর আমল করতে পারি।"

সিংহপুরুষ এনায়েত উল্লা খানের বীরত্বপূর্ণ ভাষণে ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরেলী মৃত্যুভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ ছিলেন। যে কারণে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকমত ত্যাগ করে এবং কাজী, তহশীলদার ও তথাকথিত মুজাহিদ শহীদদের প্রতিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কাশ্মিরের দিকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ইসলামী হুকুমতে শহীদদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ফরজ। আরো স্পষ্ঠ যে, পাইকারী হত্যার পর সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভী পাঞ্জেতার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খান ও এনায়েত উল্লা খান সহ উপজাতীয় সরদারগণ সৈয়দ আহমদ ও তার মুজাহিদ বাহিনীর পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে কাগান ও বালাকোটের উপাত্যাকায় পৌছেন। অপরাপর পাঠান

সরদারদের সহায়তায় সৈয়দ আহমদের পলাতক বাহিনীকে বালাকোট প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় কতল করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য যে, পাইকারী হত্যার পর বিপুল মুজাহিদ বাহিনী বর্তমান থাকা অবস্থায়ও প্রতিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ বাহিনী সৈয়দ বাদশার পক্ষ ত্যাগ করেছিল। এজন্যই বালাকোটে মুজাহিদের সংখ্যা ২০ হাজার থেকে মাত্র ৪৫০ এ উপনীত হয়।

৬। *কেরামত আলী জৌনপুরী*

কেরামত আলী জৌনপুরী সৈয়দ আহমদ বেরেলীর খলিফা হিসেবে কলকাতাসহ পূর্ববঙ্গে এশাআতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দ আহমদপন্থীদের ইতিহাস দৃষ্টে দেখা যায়, সৈয়দ আহমদ বেরেলীর হজ্ব যাত্রাকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় খলিফা নিযুক্ত করা আবশ্যক ছিল। আরবে তাদের যাত্রা দীর্ঘকালীন ছিল। যেখানে সৈয়দ আহমদ প্রায় ৪ বৎসর অবস্থান করেছিলেন। কেরামত আলী জৌনপুরী পূর্বাঞ্চলে তাদের এশাআতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হজ্জ পরবর্তী সংস্কার আন্দোলনে ইমামের সঙ্গী ছিলেন, বালাকোট প্রান্তরে মাথার প্রশ্চাৎ দিকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে কারণে তার মাথার প্রশ্চাৎ দিকে পূনরায় চুল গজায়নি। ভারতবর্ষ তথা ইংরেজ শাসিত রাজ্যকে তিনি দারুল ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সিলেট আলীয়ার শাইখুল আদিব মৌলানা রমিজ উদ্দিন (রহঃ) বলেছিলেন, কেরামত আলী জৌনপুরী জখিরায়ে কেরামত, কাওয়াইদে বাগদাদী সহ ছোট-বড়কতেক কিতাব রচনা করেছিলেন। শাহ্ সাহেবের তরীকার পীর হিসাবে সর্বত্র তার প্রসিদ্ধি ছিল। পাঠানদের অক্রমনের ভয়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ৮জন পুলিশ তাঁর দেহ রক্ষী হিসাবে মোতায়েন থাকতো এবং অগণিত কারামত বর্ণনা করত। কেননা পাঠানেরা বালাকোট হতে পলাতক মুজাহিদদেরে কতল করতে তৎপর ছিল। যে কারণে প্রায় দেড় শত মুজাহিদ বালাকোট থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও তাদের নামে গাজীয়ে বালাকোট লিখতে কেউই সাহস পায়নি। যদিও ইদানিং সুফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীকে এবং আশিক উল্লাহ ফরাইজীকে গাজীয়ে বালাকোট বলা হয়।

ভারতবর্ষকে দারুল ইসলাম ঘোষণা দেওয়ায় সরকার পক্ষ তার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। কেরামত আলী জৌনপুরীর ভক্তগণও অলিক কাল্পনিক অগণিত কারামত বয়ান করতো বলেও শোনা যায়। এর একমাত্র কারণ এই যে, কারামতের বিপুল প্রচারের কারণে জখিরায়ে কারামতের দরুন সৃষ্ট দুর্নাম ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ইহা অতি সত্য যে, অধিক কেরামত প্রকাশ পাওয়ায় তার নাম কেরামত আলী বলে প্রসিদ্ধি লাভ

করে। মূলতঃ তার নাম ছিল আলী। মুজাহিদ বাহিনী নিঃশেষ হওয়ার পর অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ নিহত হওয়ার পর ঐ দলের অস্তিত্ব থাকার কোনো অবকাশ ছিল না। বৃটিশ সরকারের পুলিশি সহায়তায় কেরামত আলী জৌনপুরী শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভীর মুরিদ-মুতক্কিদদের মধ্যে তরীকার পীর বলে পরিচিত ছিলেন। প্রকাশ্যে শাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ কখনো করেননি বলে সুন্নী মহলে তার সমাদর ছিল। তার লিখিত জখিরায়ে কেরামত ওহাবীয়ত প্রচারের একটি পূর্ণ মুখপত্র বলে গন্য, অথচ ছদ্মবেশে তিনি সুন্নী ছিলেন। সেহেতু জৌনপুরী সামাজিক ভাবে সুন্নী বলে পরিচিত এবং আকিদাগত ভাবে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' এর সমর্থক ছিলেন। জখিরায় কেরামতের ভ্রান্ততা প্রসঙ্গে ফুলতলী সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "জকিরায়ে কেরামত মূল কিতাব আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এই কিতাবে কোন বদ আক্বিদা নাই।" তাই আজ সাধারণ সুন্নী সমাজ দ্বীধা বিভক্তা। যে কারণে সচেতন মহল ফুলতলী সাহেবকে বর্জন করেছে।

মিথ্যার সমাহার!

এমাদউদ্দিন ফুলতলী একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যে, "সৈয়দ আহমদ নিজে নিজে মিশকাত শরীফ পাঠ করে অর্থ বুঝতে পারতেন।" হুসামুদ্দিন ফুলতলীর প্রকাশিত বইয়ে মিথ্যার সীমা অতিক্রম করেছে। তিনিই সৈয়দ আহমদকে মুহাদ্দীছ রূপে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি! যে সকল পরস্পর বিরোধী ইতিহাস রচিত হয়েছে ঐগুলো যাচপরতাল করলে অন্যান্য এলাকায় যারা অনুরূপ মিথ্যা ইতিহাস রচনা করেছেন তন্মোধ্যে এমাদউদ্দিন ফুলতলীর নাম উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হবে। তবে শাহ্ সাহেবের শানে ও নবী করীম (দঃ) এর শানে মানহানীকর স্বপ্ন সৃষ্টিতে এমাদউদ্দিন ফুলতলীই সর্বাগ্রে বলে বিবেচিত হবেন। এমাদউদ্দিন ফুলতলী আল কাউলুল ছাদীদ এর ৫ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন মুজাহিদ বাহিনীকে তিনি কোরআন শিক্ষা দিতেন। তাদের পূর্ববর্তীদের কোন ইতিহাসে কোরআন শিক্ষা দিতেন বলে উল্লেখ নাই। সৈয়দ আহমদের বুজুর্গী প্রমাণ করতে মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের মধ্যে এমাদউদ্দিন ফুলতলীই শ্রেষ্ট। তারই সহযোগিতায় কতেক ভাড়াটে মৌলভী বানোয়াট উক্তিয়াদি সৃষ্টি করে মিথ্যাবাদী শ্রেণীভূক্ত হয়েছেন।

আবদুল মওদুদ সাহেব ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

"সৈয়দ আহমদের পূর্বপুরুষ সৈয়দ ইবনুল্লাহ হযরত ইব্রাহিমের মতো নিজের বংশের জন্য একটা মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন।"

বলতে চাই, খানায়ে কা'বার তওয়াফ উম্মতে মুহাম্মদির উপর ফরজ। তাদের নির্মিত মসজিদের তওয়াফ সৈয়দ আহমদপন্থীদের জন্য অপরিহার্য্য কিনা? তাছাড়া ১৯ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদের তৃতীয়বার দিল্লী আগমন এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষবারের মতো দিল্লীতে ফিরে গেলেন। সৈয়দ আহমদের দিল্লীতে চারবার আগমন ঐতিহাসিক বর্ণনায় সত্য কিনা?

শফি উদ্দিন সরদার চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-

"সাইয়্যিদ সাহেব ধর্মীয় সংস্কারের কাজে হাত দিলেন।"

এখানে সৈয়দ আহমদ বেরেলী ধর্মীয় সংস্কারক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ) সংস্কারক শব্দের অর্থ কী?

প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান উক্তগ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"প্রিয়তম রাসূল (স.)কে অসংখ্যবার স্বপ্নে জিয়ারত করেন ও তার কাছ থেকে নির্দেশ ও হেদায়ত লাভ করেন।"

হুছামুদ্দিন, এমাদউদ্দিন ফুলতলী সৈয়দ আহমদ বেরেলীর বানোয়াট স্বপ্ন সৃষ্টি করিলেও প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান নবী করিম (দঃ)কে অসংখ্যবার স্বপ্নে জিয়ারত করেন বলে বানোয়াট উক্তির সীমা পরিসীমা লঙ্ঘন করেছেন। পূর্বেকার লিখিত সৈয়দ আহমদ এর অপরাপর জীবনীগ্রন্থে অনুরূপ উক্তিয়াদীর অস্থিস্ত নাই।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উম্মতের জন্য এবং মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন। এতে স্পষ্ট যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা হযরত তারিখ (রহঃ) মু'মিন ছিলেন। খারেজীগণ ইতিপূর্বে তাফসীরে জালালাইন শরীফে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা হযরত তারিখ (রহঃ) এর লকব আজর বলে উল্লেখ করেছিল। খারেজীদের অনুকরণে এমাদউদ্দিন ফুলতলী তার অনুদিত মুনতাখাবুছ ছিওর ২য় সংস্করণ ১৯৮৯ইং প্রকাশিত ২৯ পৃষ্ঠায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার নাম আজর লিখেছেন। এতে ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা মুশরিক ছিলেন বলে হীন উক্তি প্রকাশ পাওয়ায় এমাদউদ্দিন ফুলতলী কাফের গলে গণ্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত হাজেরা (রাদ্বিঃ) ও হযরত সারা (রাদ্বিঃ) এর বাংলা ভাষায় লিখিত বানোয়াট জীবনী সমূহের অনুকরনে তাঁদের অপমানজনক সৃষ্ট বর্ণনাদির উল্লেখে ভাড়াটে মৌলভী মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, মোশাররফ হোসেন হেলালী এবং তফজ্জুল হোসেন ভৈরবী গংরা মলউন শ্রেণীভূক্ত।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ এর ৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

"এই সময় মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। সাইয়্যিদ

সাহেবের হাজার হাজার সৈন্য ৬ মে ১৮৩১ সালে বালাকোটে শাহাদত বরণ করেন।"

এভাবেই মিথ্যা ইতিহাস রচিত হতে থাকে! মূলতঃ সৈয়দ আহমদ যখন পাঠানদের অত্যাচারে কাশ্মিরের দিকে পলায়ন করেন, বালাকোট ও কাগান এলাকায় প্রায় ৪৫০ জন মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। ২০ হাজার মুজাহিদ কিংবা হাজার হাজার মুজাহিদের শাহাদত বরণ কল্পকাহিনী ও নির্লজ্জ সৃষ্ট ইতিহাস মাত্র। পলাতক অবস্থায়ই যদি ২০ হাজার সৈন্য সঙ্গে ছিলেন, তাহলে পাইকারী হত্যার পর তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ত্যাগ করে কাশ্মিরের দিকে পলাতক হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ইতোপূর্বে এমাদউদ্দিন ফুলতলী তার সৈয়দ আহমদের জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন-

"আল্লাহ্ তাআলা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে উম্মি বা নিরক্ষর বলে ঘোষণা করেও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞানী ব্যাক্তির পক্ষে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী জ্ঞান দান করেছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু আম্বিয়াগণকেই নয়, তার অনেক মকবুল বান্দাকেও সরাসরি ইলিম দান করে থাকেন। সৈয়দ আহমদও এ দান থেকে বঞ্চিত হননি।"

এমাদউদ্দিন ফুলতলীর নাদানী সম পর্যায়ের! কেননা কেতাবী ইলিম ব্যতীত যে শরীয়তের হুকুম আহকাম জারী করতে সক্ষম তিনিই নবী। সৈয়দ আহমদের পদ মর্যাদা কোথায়? নবীর মর্যাদা প্রকাশ করায় সে বে-দীন বলে গণ্য।

যারা সৈয়দ আহমদ বেরেলীর নামে মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম, তারা নিজেদের নামে অলিক ও মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি করতেও লজ্জাবোধ করেন না। এমাদউদ্দিন ফুলতলীর পূর্বপুরুষ নওয়া শাসন গ্রামের অধিবাসী। যে কারণে ফুলতলী সাহেব নওয়ানের সাব বলে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। এতে স্পষ্ট যে, হয়তো তারা কোন হিন্দুর প্রজা ছিলেন, অথবা ক্রয়সূত্রে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অথবা কোন তাল্লুকের অবশিষ্ট অংশ বন্দোবস্ত গ্রহণ করে আবাসস্থল স্থাপন করেছিলেন। নওয়া শাসন গ্রামে তারা ৩৬০ আউলিয়ার বংশধর তা নিতান্তই বানোয়াট উক্তি বৈ কিছুই নয়। এই মিথ্যা প্রচারে নোয়ান গ্রামের অপরাপর কতেক পরিবার ৩৬০ আউলিয়ার বংশধর বলে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দাবী ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনুরূপ এমাদউদ্দিন ফুলতলী নিজের নামে "চৌধুরী" যুক্ত করে থাকেন। তাদের পিতৃপুরুষের মধ্যে চৌধুরী শব্দ কখনো যুক্ত ছিলনা। তাদের স্বগোত্রীয়দের নামেও চৌধুরী শব্দ যুক্ত নেই। জাহান খা, শরীফ খা, নূর মুহাম্মদ তাদের এলাকার সু-প্রসিদ্ধ তাল্লুকের অবস্থান পাওয়া যায়। সেখানকার কোন দুই তাল্লুকের মধ্যস্থলে মুহাম্মদ ছাদেক নামে সংকীর্ণ কোন পাট্টা বা পত্তনী তাল্লুক

বন্দবস্থ দিয়ে ছিল। বৃটিশ সরকার কোন তালুকের অবশিষ্ট ভূমে কোন পাট্টা আথবা পত্তনী তাল্লুকের বন্দোবস্ত দিয়ে জমিদারদের অত্যাচার থেকে তাদের রেহাই দিয়েছিল। আমাদের জগন্নাথপুর ও সংলগ্ন এলাকায় আলম খা, মাছিম খা ও সাবী খা সহ অপরাপর তাল্লুক সমূহে খান শব্দ যুক্ত রহিয়াছে। মুহাম্মদ নজব চৌধুরী ও মুহাম্মদ আদিল চৌধুরী তাল্লুকের অস্থিত্ব ও পাওয়া যায়। প্রথমদিকে নওয়াব আলী বর্দীখান ও নওয়াব মুর্শিদ কুলীখান তাদের নামের অনুকরনে স্থানীয় জমিদারদের নামে নওয়াবের পক্ষ হতে "খান" যুক্ত হওয়ায়, নওয়াবী আমলে খানেরাই সর্বাধিক সম্মানী বলে গন্য ছিলেন।

আবদুল মওদুদ তার প্রবন্ধের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"বিশ্বাসঘাতক সুলতান মুহাম্মদও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। এক রাত্রিতে সৈয়দ সাহেবের নিঃস্বার্থ কর্মীদল চক্রান্ত স্থলে নিহত হলেন। এই বিষম বিপদে সৈয়দ সাহেব চরম আঘাত পেলেন। মাত্র এক আঘাতেই তিনি কতকগুলো মহৎ সহকর্মী হারালেন এবং একটি বিস্তৃর্ণ এলাকা থেকে বঞ্চিত হলেন। আর তার ফলে একটা আদর্শ সমাজ গঠনের আশাও বিলীন হয়ে গেল।"

তার উপরোক্ত উক্তিদ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভীর প্রচেষ্টায় গঠিত মুজাহিদ বাহিনী হক ও হক্কানিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। তাদের অসদাচরণের কারণে সংগঠিত মুজাহিদ বাহিনী ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামীর হুকুমত নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল। (আলহামদুলিল্লাহ)

উক্ত প্রবন্ধের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

"৪০ হাজার বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যত্র লিখেছেন লক্ষ লক্ষ নরনারী তার শিক্ষায় সু-সংস্কৃতহয়েছিল।"

এতে বুঝা যায় যে, সৈয়দ আহমদের দ্বীনি শিক্ষাও লোক দেখানো ছিল এবং প্রকৃত হকিকত বলতে তাদের কিছুই ছিল না। অন্যতায় লক্ষ লক্ষ মুরিদ কেন তাকে বর্জন করেছিল? পাঠানদের উপর সৈয়দ আহমদের আত্মঘাতি আক্রমন ও লুটপাটের কারণেই বিতস্রদ্ধ তারা সৈয়দ আহমদকে বর্জন করেছিল।

আবদুল মওদুদ তার প্রবন্ধের ২৫ পৃষ্ঠায় আরো লিখেছেন-

"সে আমলে বালাকোট যাওয়ার যে দু'টি রাস্তা ছিল তার একটি জঙ্গলে এমন ভর্তি হয়ে উঠেছিল যে, স্থানীয় দু' একজন বাসিন্দা ছাড়া অন্য কেউ তার অস্তিত্বও জ্ঞাত ছিল না; এবং দ্বিতীয় পথটি এমন একটা সংকীর্ণ গিরি সংকটের মধ্যে দিয়ে ও সেতুর উপর দিয়ে ছিল যে শত্রুপক্ষকে খুব সহজেই বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল। এই দু'টি পথই খুব সাবধানে পাহারা দেওয়া হলো।"

সৈয়দ আহমদপন্থীদের বর্ণনা মতে শের সিং ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে বালাকোট আক্রমন করেছিলেন। এ উক্তি সত্য নহে বলে প্রতিয়মান হয়। কেননা এই সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে অথবা সেতুর উপর দিয়ে অর্ধ রাত্রের মধ্যে

১০,০০০ সৈন্য কিভাবে বালাকোটে যাইতে পারে? মূলতঃ পাঠান সরদারগণ এনায়েত উল্লা সোয়াতী ও নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খান কাজী, তহশীলদার ও মুজাহিদ বাহিনীকে হত্যা করার পর সৈয়দ আহমদের পশ্চাৎপথ অনুস্মরণ করেছিল বালাকোট ও কাগান এলাকার পাঠানদের সহায়তায় বালাকোটের দূর্গম এলাকা অতিক্রম করে সৈয়দ আহমদের মুজাহিদ বাহিনীকে হত্যা করতে তাহারা সক্ষম হয়েছিল। শিখ বাহিনীর উপস্থিতি সৈয়দ আহমদপন্থীদের মুখরোচক আলোচনা মাত্র। কেননা পাঞ্জেতার এলাকায় তাদের কথা মতে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) মুজাহিদ বাহিনী অক্ষত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খান ও সিংহপুরুষ এনায়েত উল্লা খান সোয়াতী সৈয়দ আহমদের কাজী, তহশীলদার ও মুজাহিদ বাহিনীর বিশেষ ইউনিট নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল। মূলৎ নগন্য সংখ্যক মুজাহিদ নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খান ও এনায়েত উল্লা খান সোয়াতীর বিপুল সংখ্যক পাঠানদের মোকাবিলায় অতিশয় নগন্য ছিল। যে কারণে মুজাহিদ বাহিনী পাঞ্জেতার থেকে পলাতক অবস্থায় বালাকোটে নিহত হন। বালাকোট থেকে সৈয়দ আহমদ, আবদুল হাই ও কোরামত আলী পলাতক হতে সক্ষম হলেও সৈয়দ আহমদ রাস্তায় কোন পাঠানের হাতে নিহত হয়েছিল।

যারা বলে থাকে সৈয়দ আহমদ সরাসরি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন অথচ সৈয়দ আহমদ ৩ মাস কাল সময় কলিকাতায় থাকাকালে বৃটিশ সরকার মদের দোকান সমূহের ট্যাক্স মওকুফ করে সৈয়দ আহমদকে প্রসংশিত করেছিল। ইহা কি সরাসরি বৃটিশ বিরোধীতার পুরস্কার?

শফি উদ্দিন সরদার চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

"সাইয়িদ সাহেব ধর্মীয় সংস্কারের কাজে হাত দিলেন।"

প্রকাশ থাকে যে, ধর্ম সংস্কারকগণই নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

কাযী বয়ান হাশেমী সাহেবের উক্তি ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে-

"কিন্তু সৈয়দ সাহেব এই সন্ধির প্রবল বিরোধীতা করলেন।"

৫৪ পৃষ্ঠায় আছে-

"লক্ষ্ণৌ সফরের সময় যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবের নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।"

"টিপু সুলতানের পুত্রগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।"

৫৫ পৃষ্ঠায় আছে-

"যেখানে সৈয়দ আহমদ সরাসরি বৃটিশ শক্তির বিরোদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।"

৫৮ পৃষ্ঠায় আছে-

"উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ (ওশর) আদায়ের ব্যবস্থা করা হল।"

৬২ পৃষ্ঠায় আছে-

"শিখ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে মুসলিম অধিবাসীগণ মুজাহিদদের লাশ দাফন করেন।"

"তার হাতে গঁড়া ৪০ লাখের অধিক বিধর্মী মুসলমান ও ৩০ লাখের অধিক সিলসিলাপন্থী মুসলমানকে।"

৬৫ পৃষ্ঠায় আছে-

"কম-বেশীদেড় বছর অবস্থান করেছিলেন।"

৬৬ পৃষ্ঠায় আছে-

পক্ষান্তরে হযরত সৈয়দ সাহেব (র) তখন নজদী বিরোধী তুর্কী সরকারের সহযোগিতা লাভ করেন।"

৬৬ পৃষ্ঠায় আছে-

"লেখাগুলো বাস্তবতা বিরোধী, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।"

৬৭ পৃষ্ঠায় আছে-

"ইংরেজ শক্তির সাথে আতাতকারী মুনাফিক।"

বয়ান হাশেমীর উক্ত ১১টি উক্তিতে কতেক মিথ্যা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া চেতনায় বালাকোট স্মারক ২০১০ পুস্তকে বয়ান হাশেমী গং কতেকের নামে কতেক ঢাহা মিথ্যা উক্তি সংযুক্ত করে তাদের নামে ভাষণ সাজানো হয়েছে। লিখকদের সৃষ্ট মিথ্যা ইতিহাস সৈয়দ আহমদের মিথ্যা ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সৈয়দ আহমদপন্থীরা উইলিয়াম হান্টারের ইঙ্গিত বাহক। ১১৭ পৃষ্ঠায় তার এ উক্তি সত্য বলে তাহারা প্রকাশ করেছেন। যেমন, সত্যিকার ধর্ম প্রচারকগণ সকলেই এ দু'টি নীতি অনুস্মরণ করে থাকেন। এখানে উইলিয়াম হান্টারের ইঙ্গিতেই তাহারা ধর্ম প্রচারক এবং পরে ধর্ম সংস্কারক হিসেবে প্রকাশ করেছেন।

এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান ৭১ পৃষ্ঠায় তার ভাষণে বলেন-

"ইসমাইল শহীদের লিখা তকবিয়াতুল ঈমান গ্রন্থের বক্তব্যকে তার সমসাময়িক গুটি কতেক লোক ছাড়া কেউ সমর্থন করেনি।"

এতে স্পষ্ঠ যে, কেরামত আলী জৌনপুরী গং সমসাময়িক কতেক লোক সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। পাঠকদের বোঝার বাকি রহিলনা যে, এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান এবং সফি উদ্দিন সরদার গংদের নামে সাজানো ভাষণ চেতনায় বালাকোট স্মারকে প্রকাশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, অনেকাংশে তাদের নামে কুফরি উক্তিয়াদিও প্রকাশ পেয়েছে তাছাড়া কতেক কাঠমোল্লা ও ভন্ডপীরদের নাম স্বাক্ষর তালিকায় যুক্ত করে বৃহৎ সংখ্যক পীরের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে হবিগঞ্জের কতেক ভন্ডপীর উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আহমদপন্থীদের নীতি মতে

জাহীলদেরে খেলাফত দেয়া জায়েজ। এ সকল পীর শিক্ষাগত দিক দিয়ে এতই হীনতম যে, কোন একটি আরবী কিতাবের দু'টি ছতরও (লাইন) পাঠ করতে অক্ষম। এতে নির্লজ্জ খেলাফতদাতাগণ বৃটিশের কলঙ্ক সন্তান বলে চিহ্নিত।

কলঙ্কিত পীরদের ধর্মগুরু সৈয়দ আহমদের অপকর্মের ইতিহাস বিভিন্ন কিতাবে প্রকাশ পাওয়ায় এবং সর্বশেষে দ্বীনের মুজাহিদ সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রহঃ) সৈয়দ আহমদ বেরেলীর তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার ভ্রান্ততা প্রকাশ করিলে মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুক্তার আহমদ কালাপুরী, মৌলানা উমর আলী দেওবন্দীও তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ত্যাগ করে ছিলেন। চট্টগ্রামের আল্লামা কাযী নূরুল ইসলাম হাশেমী ও তাঁর ভ্রাতা কাযী আমিনুল ইসলাম হাশেমী তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ত্যাগ করে ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রহঃ) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। অনুরূপ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার শত শত পীর সাহেবরা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ত্যাগ করে ইমামে রাব্বানীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

"বালাকোট ডাক দিয়ে যায়" বিশেষ বুলেটিন ২০১০ এ মওলানা কফিল উদ্দিন সালেহী লিখেছেন-

"যারা (সৈয়দ আহমদ বেরেলী) নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ কর্তন করে 'মোহাম্মদ' শব্দ স্থাপন করেছেন, যারা টিক্কীওয়ালা মুসলমানদের মাথার টিক্কী মুছে টুপি পড়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাদের ইতিহাস খোঁজলে তোমরা যারা সুন্নী তোমাদের নাম আসেনা।"

মৌলানা কফিল উদ্দিন সালেহীর উপরোক্ত বক্তব্যে তিনি যে চরম মিথ্যাবাদী কিংবা ভাড়াটে বক্তব্যদাতা, এর অতিরিক্ত আর কোন উদাহরণের প্রয়োজন নেই। ফলে তাঁর পরবর্তী বংশধর মিথ্যাবদীর সন্তান বলে পরিচিতি লাভ করবে। যেনে রাখেন, ১৮৬১/১৮৬৪ ঈসায়ীতে "শ্রী" শব্দ মুসলমানদের নামে যুক্ত হয়েছে। অথচ সৈয়দ আহমদের সংস্কার অন্দোলন ১৮৩১ ঈসায়ীতে সমাপ্তি ঘটে। তাদের পূর্ববর্তীদের লেখা-লেখনীতে মুসলমানদের নামের পূর্বে শ্রী শব্দ যুক্ত ছিল বলে কোন ইতিহাসে উল্লেখ নেই। এতে বানোয়াট ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণদাতাগণ ভাড়াটিয়া বলে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। বানোয়াট উক্তিয়াদি সৃষ্টি করে সৈয়দ আহমদ বেরেলীর বুজুর্গি ও কামালিয়াত প্রকাশের উপর পুস্তক 'চেতনায় বালাকোট' লক্ষণীয়। জনাব সালেহী তার বক্তব্যে আরো বলেন-

"সুতরাং তোমরা যদি বল, সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলী (র) ওহাবী, তাহলে তোমরা চ্যালেঞ্জে আসো।"

এ প্রেক্ষিতে আমরা (সুন্নীগণ) সালেহী সাহেবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। চ্যালেঞ্জের আলোচ্য বিষয়ে উভয় পক্ষের (১) চেতনায় বালাকোট

২০১০ ঈসায়ী (২) বালাকোট ডাক দিয়ে যায় বুলেটিন ২০১০ঈসায়ী (৩) সচেতন জালালাবাদ (অত্রগ্রন্থ) নির্ধারিত থাকিবে। একমাস পূর্বে স্থান ও তারিখ জানানো হবে।

পরিশেষে সালেহী সাহেব তার ভাষণে বলেন-

"আর কোন দিন 'ভন্ড' সুন্নীদের আমাদের কাছে ঠাঁই দেব না। ওরা বর্ণচোর, আমাদের মতো পোষাক পড়ে, মিলাদ পড়ে, আমাদের মাহফিল গুলোতে অংশগ্রহণ করে, আবার আমাদের বিরোধীতা করে।"

উপরোক্ত বক্তব্যে ভন্ডদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ভাড়াটে মৌলভীদের নিয়ে অসৎ পীরেরা আসর জমিয়ে থাকে বলে প্রকাশ পাচ্ছে। তা-ই বর্ণচোরদের উদাহরন। বহুদিন পরে হলেও মুহাম্মদিয়া তরীকার বর্ণচোরদের বিকাশ ঘটেছে, অবশ্যই তাদেরকে ভন্ড সুন্নীদের তালিকা প্রকাশ করে আমাদের এ হীন অপবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে।

সৈয়দ আহমদ বেরেলী ও মুজাহিদ বাহিনীর অপকর্ম

ইসমাইল দেহলভী ও আব্দুল হাই লকনভী'র প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদ বাহিনীর নির্বাচিত ইমাম সৈয়দ আহমদ বেরেলী'র কিছু কথা

"ঈমান যখন জাগলো" কিতাবের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"এরপর সৈয়দ সাহেব হজ্জে গমণের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন লোকজনের নিকট চিঠিপত্র লেখেন, প্রতিনিধি পাঠান এবং সমস্ত সফর সঙ্গীর সাকুল্য ব্যয় নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করবেন। দেখতে দেখতে সমগ্র দেশব্যাপী এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলী (র.) হজ্জে গমন করছেন এবং এ জন্য তিনি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছেন।"

উক্ত কিতাবের ৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"মওলানা আব্দুল হাই (র) ছিলেন এই গোটা কাফেলা ও মুজাহিদ বাহিনী শেয়খুল ইসলাম এবং নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থানকালে কিংবা সফরে প্রতিটি স্থানে ওয়াজ নসীহত করা ছিলো তাঁর নিত্যদিনের কর্মসূচীর অঙ্গ। যখন এ কাফেলা কোন জনবসতিতে অবতরণ করতো এবং অবস্থান নিতো মওলানা আব্দুল হাই সাহেব ওয়াজ করতেন এবং লোকদের অবস্থার সংস্কার সাধন ও পরিশুদ্ধ, তওবাহ ও আল্লাহর সান্নিধ্য এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে দূরে থাকার নসীহত করতেন; বিদ'আত এবং মুশরিকদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে তওবা করার দাওয়াত দিতেন।"

উক্ত কিতাবের ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"তওবা ও ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, হাজীদের এ কাফেলাকে রায়বেরেলী থেকে কলকাতা পর্যন্ত যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও বাংলা এই ৩টি প্রদেশের বহু শহর বন্দর গ্রাম অতিক্রম করতে হয়। শহরের জনবসতী, তার গুরুত্ব এবং শহরবাসীদের চাহিদা ও আগ্রহ মাফিক কাফেলা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতো। এ

সমস্ত জায়গায় ঐ কাফেলাকে যেরূপ উষ্ণ উৎসাহ, গভীর আগ্রহ ও পরম সমাদরে অভ্যর্থনা হতো, সেসব দৃশ্য ছিলো সত্যি বিরল। মনে হচ্ছিলো এদেশ যেন নতুন করে জেগে উঠছে এবং তওবার যেন গণ আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।"

উক্ত কিতাবের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"এক ইংরেজের আথিত্য, এশার নামাজের পর নৌকার দিক নিদর্শকরা খবর দিল মশালধারী কয়েকজন লোক নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে। সৈয়দ সাহেব খবর নিয়ে জানতে পারলেন, জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ী সৈয়দ সাহেবের কাফেলার জন্য আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসতেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ইংরেজ ভদ্রলোক কয়েকজন লোকসহ সৈয়দ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, জনাব তিন দিন থেকে আপনার শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সৌভাগ্যক্রমে আপনি তশরিফ এনেছেন। আমার এই নগন্য আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করুন। সৈয়দ সাহেব কাফেলাসহ ইংরেজের আথিত্য গ্রহণ করলেন।"

উক্ত কিতাবের ৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"তিনি (সৈয়দ আহমদ বেরলভী) বললেন-প্রজামন্ডলী উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নগদ অর্থের আকারে আমাদেরকে প্রদান করবে।

উক্ত কিতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"এরূপ পরিস্থিতিতে কলকাতার মদ বিক্রয়ের দোকানগুলোতে আকস্মিকভাবে শরাব বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদারেরা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করে যে, আমরা বিনা কারণে সরকারী ট্যাক্স যুগিয়ে যাচ্ছি। কেননা একজন বুযুর্গের বিরাট কাফেলাসহ এই শহরের বুকে পদার্পনের ফলে আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মুসলমান তার নিকট মুরীদ হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তারা সকল প্রকার নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য থেকে তওবা করেছে। এখন কেউ আর আমাদের দোকানের কোলও ঘেষে না।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, বৃটিশ সরকারের সাথে সৈয়দ আহমদের যোগসূত্র ছিল। সৈয়দ আহমদ যে তাদের পুষ্য এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের প্রচার মতে সৈয়দ আহমদ যদি বৃটিশ বিরোধীই ছিলেন, তাহলে কলিকাতায় এই জামাই আদরের কি প্রয়োজন ছিল? "বৃটিশরাই মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে" প্রশ্ন করা হলে সৈয়দ আহমদ উত্তরে বলেন, "আমরা তাদের প্রজা, তাদের উপর কোন আঘাত আসলে তা প্রতিহত করা আমাদের উপর ফরজ!"

উক্ত কিতাবে ১৪২ পৃষ্ঠায় আছে-

"মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল (র) পাঁচশো নির্বাচিত ও বাছাইকৃত মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে যারা ছিলো অত্যান্ত ক্ষিপ্র, চতুর আর বাহাদুরও বটে-হিন্ড এর দিকে রওয়ানা হন এবং ভোরের উজ্জ্বল কিরণ রেখা দেখা দেবার মুহূর্তে দূর্গে প্রবেশ করেন। খাবী খান এরূপ আকস্মিক হামলায় হতবাক হয়ে যায় এবং মুজাহিদ বাহিনীর হাতে মারা যায়। এভাবে ইসলামী সৈন্যবাহিনী এরূপ একটি মজবুত ও দুর্গ-বিশিষ্টপ্রাচীর ঘেরা শহর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে খাদ্যশস্য ও অস্ত্র–শস্ত্রের একটি ভান্ডারও মওজুদ ছিলো। রাত্রিকালীন অতর্কিত এই হামলা পরিচালনা কালে শুধুমাত্র খাবী খান এবং একজন কৃষক মারা গিয়েছিলো। মুজাহিদ বাহিনীর কারো সামান্যতম

আঁচড়ও লাগেনি।"

উক্ত কিতাবের ২১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

"সুলতান মোহাম্মদ খান এবং উপজাতীয় সর্দারমন্ডলী একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করেছে, যে দিন তারা নিজেদের পরিকল্পনা একত্রে এবং একই মুহূর্তে বাস্তবায়িত করবে; সমস্ত কর্মচরী ও গাজীদের তারা একই সময়ে শহীদ করবে। এজন্য তারা একটি বিশেষ পরিভাষা (কোড) তৈরী করেছে। এ সংকেত উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী হত্যা শুরু হয়ে যাবে।

সৈয়দ সাহেবের নিকট এ সংবাদ পৌছা মাত্রই তিনি নিজেদের সব কর্মচারী ও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মুহাজিরদের নির্দেশ পাঠান যেন তারা ঐ সব স্থান পরিত্যাগ করে তার সাথে মিলিত হয়। চক্রান্তকারীরা যখন সংবাদ পেলো যে, সৈয়দ সাহেব তাদের চক্রান্তে খবর অবগত হয়ে গেছেন তখন তারা উক্ত পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়ন শুরু করে। পাইকারী হত্যার প্রবল ঢেউ গোটা এলাকা গ্রাস করে ফেলে এবং জুলুম ও হত্যাকান্ডের এমন সব লোমহর্ষক দৃশ্য সামনে এসে ধরা দেয়, যা ইসলামের ইতিহাস বহুকাল থেকে দেখেনি।"

এ দ্বারা বুঝা যায়, যেভাবে নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খানের গুপ্তচর মুজাহিদ বাহিনীতে ছিল, তেমনি সৈয়দ আহমদের গুপ্তচরও নওয়াব সুলতান মুহাম্মদ খানের পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ছিল।

উক্ত কিতারে ২৩০ পৃষ্ঠায় আছে-

"ইশার সালাত আদায়ের পর তিনি (সৈয়দ আহমদ) মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারীকে বললেন-ভালোকথা। তুমি সিতবেনীর ঝর্ণা পার হয়ে এবং পাহাড়ের উপরে গিয়ে শিখদের উপর এই রাত্রিকালীন অতর্কিতে হামলা চালাতে পারবে? সে বলল হ্যাঁ, কেন পারবো না। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনাকেও এখানে একাকী রেখে যাবো না। নিজেদের জীবনের সাথে রাখবো মিশিয়ে। কেননা এতগুলো বছর এদেশে থেকে এখানকার লোকদের অবস্থা ও চরিত্র খুব ভালভাবে দেখে নিয়েছি। এদের চরিত্র থেকে মুনাফিকী দুর হওয়া অত্যান্ত মুশকিলের ব্যাপার। শিখদের যে সৈন্যবাহিনী পাহাড়ের উপর এসেছে তাদেরকেও এদেশেরই কোন লোক এনেছে। নইলে তাদের সাধ্য কি ছিলো যে, তারা এখানে আসতে পারে?"

উপরোক্ত বর্ণনায় মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারীর আলোচনা পাওয়া যায়। অথচ এ সংকট মুহূর্তে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার ইসমাইল দেহলভীর অনুপস্থিতি প্রকাশ পাইতেছে। এতে স্পষ্ট যে, দু'দিন পূর্বে ইসমাইল দেহলভী বিবাহের কলহে জনৈক পাঠানের হাতে নিহত হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ বেরলভী মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারীকে রাত্রিকালীন অতর্কিতে হামলা করার উৎসাহ দিয়েছিলেন। রাত্রিকালীন এই অতর্কিত হামলার উৎসাহ দেওয়া যুদ্ধের কৌশল হিসাবে ছিল না। বরং মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারী যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সৈয়দ আহমদ বেরেলী 'কৌশলে পলায়ন করার পন্থা খোঁজে ছিলেন। মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারীর দূরদর্শীতায় তা সম্ভব হয়নি।

উক্ত কিতাবের ২৩৫ পৃষ্ঠায় আছে-

"এদিকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র) মসজিদের সম্মুখভাগের তলা থেকে

উঠে দাঁড়ান এবং সবাইকে বলেন যে, তোমরা এখানেই থাকো। আমি একলা গিয়ে দো'আ করছি। আমার সাথে কেউ যেন না আসে। অতঃপর সমস্ত লোক-লস্কর হাতিয়ার বাধা অবস্থায় যে যেখানে ছিলো দাড়িয়ে থাকে। তিনি মসজিদের অভ্যান্তরে প্রবেশ করলেন এবং দরোজা-জানালা বন্ধ করে দো'আতে মশগুল হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর নিজের থেকেই খিড়কী খুলে তিনি বলেন, আমাকে কে ডাকলো? মুহাম্মদ আমির খান বলেন, আমি বললাম এদিক থেকে তো আপনাকে কেউ ডাকেনি। কেননা এদিকে আমি ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। একথা শোনার পর তিনি পূনরায় খিড়কী বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পূনরায় খিড়কী খোলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কেউ আমাকে আওয়াজ দিয়েছে? আমি বললাম, এদিক থেকে কেউ আপনাকে ডাকেনি। মোটকথা, তিনবার তিনি খিড়কী খোলে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করেন এবং আমিও ঐ একইভাবে তিনবারই বলি, এদিক থেকে আপনাকে কেউ ডাকেনি। এমতাবস্থায় বড় দরোজার দিকেই হয়েছিলো।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুমান করে সৈয়দ আহমদ বেরলভী পলায়ন করার রাস্তা খোজেছিল। কিন্তু দরজা ও জানালা খোলে বারবার চেষ্টা করেছিল, উপস্থিত সৈন্যদের অজ্ঞাতে পলায়ন করা যায় কিনা। তবে সৈয়দ আহমদ এরূপ কোন সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

উক্ত কিতাবের ২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

"লোকজন সেখানে ফিরে দেখতে পায় যে, সৈয়দ সাহেব দৃষ্টি বহির্ভূত। মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবকে লোকেরা বন্দুক গলায় ঝুলানো অবস্থায় দেখেছিলো। তাঁর হাতে ছিলো তখন তলোয়ার, কপাল ছিলো রক্তাক্ত আর তিনি সে রক্ত হাত দিয়ে মুছে ফেলেছিলেন। সে সময় কেউ কারো সন্ধান রাখার মতো অবস্থা ছিলো না। মুজাহিদ বাহিনীকে এই যুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এরই ভেতর মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল (র) শাহাদত লাভ করেন।"

পূর্ববর্তী বর্ণনা সমূহে যা অনুমান করা হয়েছিল উপরোক্ত বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সুযোগ মতে সৈয়দ আহমদ বেরেলী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন। এর কারণ এই যে, ইসমাইল দেহলভীসহ আস্থাশীল বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুজাহিদ তারা পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন। বাদবাকী অবশিষ্টদের উপর যুদ্ধজয়ে তার আস্থা অবশিষ্ট ছিল না।

বালাকোট ময়দানে ইসমাইল দেহলভীর নামে যে উক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে তা লাল মুহাম্মদ কান্দাহরীর আলোচনায় সত্য বলে প্রতিয়মান হয়না। বালাকোট হত্যাযজ্ঞের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ কারো সন্ধান করার মতো অবস্থা ছিলনা। মুজাহিদরা সৈয়দ আহমদকে বালাকোট ময়দানে না পেয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিল এবং কোন আহত ব্যক্তিকে দেখে তাকে ইসমাইল দেহলভী বলে ধারণা করেছিল।

ভারতবর্ষের মূর্খ পীর!

শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভীর অবর্তমানে যোগ্যতম ব্যক্তি ইসমাইল দেহলভী ব্যতীত শাহ্ সাহেব খান্দানের অন্য কোন ব্যক্তিকে শাহ্ সাহেবের স্থলবর্তী করার যুক্তিকতা না থাকায় এবং ইসমাইল দেহলভী ব্যতীত সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার যোগ্যতা অন্য কারো মধ্যে না থাকায় বৃটিশ সরকার নওয়াব আমীর খানের সৈন্য হতে বাচাইকৃত ব্যক্তি সৈয়দ আহমদকে শাহ্ সাহেবের স্থলবর্তী নিযুক্ত করে ইসমাইল দেহলভীকে মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে। সৈয়দ আহমদের মূর্খতা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে ইসমাইল দেহলভী সীরাতে মুস্তাকিমে লিখেছেন, "আল্লাহ তা'আলা সৈয়দ আহমদের হাত ধরে বলেন-তোমাকে যা দিয়েছি, আরো দেব (নাউজুবিল্লাহ)।" এরূপ হীন উক্তি সৃষ্টি করে সৈয়দ আহমদের মূর্খতা মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সৈয়দ আহমদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল বলে এমাদউদ্দিন ফুলতলী ও হুছাম উদ্দিন ফুলতলী মিথ্যা উক্তিয়াদি সৃষ্টি করেছিলেন।

চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় আবদুল মওদুদ তার ভাষণে লিখেছেন-"কিন্তু তার কিতাবী শিক্ষা লাভ কিছুই হলো না।" এমাদউদ্দিন ফুলতলীর প্রাথমিক লিখায় সৈয়দ আহমদ বেরেলী মূর্খ ছিলেন বলে অনুরূপ প্রকাশ করেছিলেন। সিরাজ কাজী উক্ত গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় উচ্চ শিক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন বলে চুড়ান্ত মিথ্যা ইতিহাস রচনা করেছেন। অথচ সৈয়দ আহমদ কয়েকজন সহপাঠী নিয়ে চাকুরীর উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন বলে সমূহ ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। অতপর টংকের নওয়াব আমীর খানের সেনা বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলেন। অনুরূপ মৌলানা মো. নূরুল ইসলাম উক্ত স্মারক গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-"উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১২২২ হিজরী সনে দিল্লী পৌছেন।" অথচ সংস্কার আন্দোলনের আমীরুল মুমিনীন নিযুক্ত হয়ে সৈন্য বাহিনী ত্যাগ করে দিল্লীর পথ ধরেছিলেন। বৃটিশের পক্ষ হতে টংকের নওয়াবের শাহজাদা অজির উদ্দৌলা সংস্কার আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক হিসাবে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে এসেছিলেন।

এতে স্পষ্ট যে, সৈয়দ আহমদের মূর্খতার অভিশাপ মোচনের উদ্দেশ্যে চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের হীনমনা কয়েকজন ভাষ্যকার এবং বালাকোট ডাক দিয়ে যায় বুলেটিন এর অপর কতেক ভাষ্যকার একই উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ছিল বলে হীন অপচেষ্টা করেছেন। চলিত সনের চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থের মতো পরবর্তীতে আরো কয়েকটি সম্মেলন করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারলে "প্রচারেই পরিচিতি" প্রবাদ বাক্যের

প্রতিফলন ঘটিয়ে মূর্খ পীরের কলঙ্ক মুছে ফেলা ও পরবর্তী প্রজন্মকে ধোঁকা দেওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে তারা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছেন।

বর্ণচোর

মৌলনা আব্দুল হাই লকনভী মুজাহিদ বাহিনীর শেয়খুল ইসলাম হিসেবে গুটা কাফেলায় ওয়াজ-নছিয়তকরা তার নিত্য দিনের কর্মসূচী ছিল। অনুরূপ ইসমাইল দেহলভীও মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে ওয়াজ-নছিয়ত করতেন। এমনকি পাঠানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দখল করা এবং সর্ববিধ কর্ম কার্য্যের সর্বধিনায়ক ছিলেন। অথচ চেতনায় বালাকোট সম্মেলন স্মারক ২০১০ গ্রন্থ এবং বালাকোট ডাক দিয়ে যায় বুলেটিনের মধ্যে উভয়ের নাম মুছে ফেলে সৈয়দ আহমদের বদ আকিদার কলঙ্ক মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

বাহাছ সংক্রান্ত আলোচনা

মৌলভীবাজার থেকে আব্দুছ ছুবহান (একলিম) এ.ডি সহকারে ফুলতলীর কতেক ভ্রান্ততার উল্লেখে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এর কোন সদুত্তর আজ অবধি দেওয়া হয় নাই।

হবিগঞ্জ শিশু পার্কের সম্মেলনে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার ভ্রান্ততা প্রসঙ্গে ফুলতলী সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে চাঁনমিয়া জামে মসজিদে পূনরায় তার আপত্তি উত্তাপন করার নির্দেশ দেন। উল্লেখিত সভায় সওদাগর মসজিদের ইমাম মুফতী উবায়দুল মুস্তফা সাহেব, সিরাজনগরী সাহেব, কুলাউড়ার ফজলুল করিম সাহেবসহ হবিগঞ্জের উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। আমি (এই গ্রন্থ রচয়িতা)ও উপস্থিত ছিলাম। জনাব সৈয়দ খিজির উদ্দিন আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বাহাছের তারিখ দেওয়া হবে বলে ফুলতলী সাহেব চুনারুঘাট আমোরুড চলে যান। এরপর তিনি হবিগঞ্জ সদরে কোন সভা করেন নাই।

সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর উপজেলার বড়ফেছির বাহাছে দাওয়াত করা হলে ফুলতলী সাহেব বাহাছ এড়িয়ে চলেন।

মৌলভীবাজার কর্মধার বাহাছে শায়খুল হাদিস হুরমুজ উল্লাহ শায়দাসহ ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দিদী আল মাদানী (রহঃ) বাহাছে অংশগ্রহণ করেন। তবে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য বাহাছেও ফুলতলী ছাহেবকে অনুরুধ করা হলে তিনি বাহাছ

এড়িয়ে চলেন।

হবিগঞ্জ বানিয়াচং বাহাছে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী, আব্দুল বারী জিহাদী, ক্বারী আব্দুল মতিন নবীগঞ্জীসহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তবে ফুলতলী সাহেবকে সহযোগিতায় পাওয়া যায় নাই।

হবিগঞ্জ নবীগঞ্জে ফুলতলী সাহেবের বড় ছেলের রচিত পুস্তক সৈয়দ আহমদ বেরেলীর জীবনীগ্রন্থের ভ্রান্ততা প্রসংঙ্গে ফুলতলী সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি এর উত্তর দিতে এড়িয়ে চলেন। তিনি বলেন- "আপনারাও আলেম, সেও আলেম, তাকেই জিজ্ঞেস কর।" তার এ উক্তি প্রকাশ পাওয়ার পর এরূপ উত্তরে সমাজে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ও খোতবায়ে ইয়াকুবিয়া প্রসঙ্গে ব্যাপক আকারে আপত্তি উত্তাপিত হইলে তাঁর বিপুল সমর্থকদের এলাকা দিনারপুর সম্মেলনে সমূহ বিবরণের জবাব দেন। পরবর্তীতে প্রচার হয় যে, ফুলতলী সাহেব সমূহ বিষয়ের উত্তর প্রদান করেছেন। ফুলতলী সাহেবের প্রদত্ত উত্তর এবং এর খন্ডন চার পৃষ্ঠায় প্রকাশ পেয়েছে।

"কাফেলায়ে শাহ্ জালাল (রহঃ) এর সতর্কবাণী"

১। ঈদুল ফিতর পরবর্তী ছদকায়ে ফিতর প্রসঙ্গে করণীয়

ঈদুল ফিতরের পরে যেভাবে ভ্রমবশতঃ কোন রোজায় ত্রুটি সংগঠিত হইলে ফরজ রোজার কজা আদায় করা ফরজ, তেমনি স্থানীয় বাজার দর হিসাবে সদকায়ে ফিতর কম আদায় করা হইলে তা পুরণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ঈদের নামাজের পর অনুসন্ধান করে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ও বাজার দর যাচাই করিতে হইবে।

ছদকায়ে ফিতর জন প্রতি ২ কেজি ৮৭ গ্রাম করে কিছমিছ ও গম অথবা ৪ কেজি ১৭৩ গ্রাম শয়ীর (ভুট্টা) ও খেজুর ফকির-মিছকিনদের প্রদান করা ওয়াজিব। উপরোক্ত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিলেও ফিতরা আদায় হইবে। খেজুর বিভিন্ন প্রজাতির হওয়ায় এবং ভুট্টা ও গম বিভিন্ন আকার ধারণ করায় এর মূল্যের তারতম্য অতিশয় স্পষ্ট।

তাই বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্যের তালিকা প্রদত্ত হইল; তবে স্থানীয় বাজার মূল্যে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ঢাকা বাজার দর হিসাবে =৪৭/০০ টাকা একজনের ফিতরার পরিমাণ হইলে স্থানীয় বাজার দর হিসাবে হয়ত =৫০/০০ টাকা হইতে পারে। বিধায় স্থানীয় বাজার দর অনুপাতে কম প্রদান করা হলে ওয়াজিব আদায় হবে না। ৪টি দ্রব্যের মূল্যের মধ্য থেকে কেবল মাত্র একটি দ্রব্যের বাজার মূল্য প্রকাশ করা নাজায়েজ।

এ কু-প্রথাপ্রায় ১৫ বৎসর হইতে বিস্তার লাভ করেছে। মূলত সিলেটের পূর্বাঞ্চল থেকেই ইফতারীর সূত্রপাত ঘটেছে।

অনুরূপ সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকায় মেয়ে পক্ষের এলাকার প্রত্যেক পরিবারে কতেক পান-সুপারীবর পক্ষকে দান করিতেই হয়। এতে বর পক্ষের ৫শ' টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকার পান-সুপারী বিতরণ করতে হয়। ইহাও শয়তানের পক্ষ হতে ধার্য্য হওয়ায় ঈমানদারদের তা বর্জন করা ওয়াজিব। অনুরূপ চট্টগ্রামে মেয়ের কোন সন্তান জন্ম নিলে বর পক্ষকে আক্বিকা বাবদ একটি খাশী দিতেই হয়। ছাগল জাতীয় পশুকে খাশী করা হারাম। খাশীর দ্বারা আক্বিকা ও কোরবানী করাও হারাম। এ জাতীয় কু-প্রথা বর্জন করা ওয়াজিব। আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত কু-প্রথাও অনুরূপভাবে বর্জনীয়। ইফতারীর মিষ্টি, জিলাপী, খই, কাঠাল যেহেতু শয়তানের পক্ষ হইতে প্রচলিত তাই এ সকল মিষ্টি, জিলাপী, খই, কাঠাল খাওয়া বা গ্রহণ করা নাজায়েজ। স্পষ্ট যে, কতেক গরীব পরিবার ২ কেজি ৮৭ গ্রাম হিসেবে প্রতিজনের ফিতরার পরিমাণ =৫২/৫০ টাকা, তাও এ সকল গরীব পরিবার অনুরূপ নিম্নমানের ফিতরা দিতে অক্ষম। অথচ ঋণ-ধার করে অথবা সুদে টাকা গ্রহণ করেও মেয়ের বাড়ী রোজার ইফতারী এবং বাৎসরিক খই-কাঠাল এবং বর পক্ষকে পান-সুপারী অবশ্যই প্রদান করতে হয়। যাহা শয়তানী আমল হিসাবে গন্য। বলা বাহুল্য, সমাজে পান-সুপারী খাওয়ার যে প্রচলন রয়েছে, স্বামী মাসিক =১,২০০/০০ টাকা রোজগার করিলেও স্ত্রীকে মাসিক কমপক্ষে =৫০০/০০ টাকার পান-সুপারী দিতেই হয়। ঈমানদারের জবানে সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকির থাকা বাঞ্চনীয়। যদি পান খাওয়াই বাঞ্চনীয় হয়, তাহলে সর্বক্ষণ পান খাওয়ার কারণে আল্লাহর জিকির বন্ধ থাকিবে। তাই সর্বক্ষণ পান খাওয়া বদ আমল হিসাবে গন্য হইতেছে। যদি বলা হয়, পান খাওয়া অবস্থায় আল্লাহর জিকিরের কোন অসুবিধা হয় না, ইহা শয়তানী ওয়াছওয়াছ। কেননা, নামাজে পান খাওয়া হারাম, তেলাওয়াতে কোরআন ও জিকির করা অবস্থায় পান খাওয়া নাজায়েজ। বিড়ি- সিগারেট পান করে মহৎ জীবনের আয়ের একটি অংশ ধ্বংস করে পরবর্তী সন্তান-সন্ততীদের হক নষ্ট করায় বিড়ি-সিগারেটেরব্যয় অপব্যয় বলে গন্য, ইহাও শয়তানী আমল। বে-আমলও ভন্ড পীরদের নাদান মুরিদরা ঐ সকল ভন্ড পীরদের সিগারেটের ব্যয়ভার বহন করে থাকে। এহেন অপকর্মের জন্য তাদের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ ও ধ্বংস।

৩। *আক্বিকার পশু এবং খাশী (নপুংশক) প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা*

ছাগল জাতীয় পশুকে খাশী করা শরীয়তে মুহাম্মদিতে হারাম। এই

কাফেলায়ে শাহ্ জালাল (র.) এর প্রকাশিত বই

- ★ আজিজী কা'য়দা
- ★ শিফাউল আতকিয়া ফি মিলাদি খাইরিল বারিয়াহ্
- ★ উন্নত কোরবানী
- ★ আল কাউসার
- ★ রওশন দলিল বা রাসূল (দ.)
- ★ সচেতন জালালাবাদ বা সচেতন বালাকোট

প্রাপ্তিস্থান

রেদওয়ানীয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার, ঢাকা

আল-মানার লাইব্রেরী
আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স
চট্টগ্রাম।

ক্বাদরীয়া মাদানিয়া দরবার শরীফ
শরীফপুর, বি-বাড়ীয়া।

গাওছিয়া পোল্ট্রি ফার্ম
মাওলানা মোঃ শফিকুল হক (নজির)
আসামপাড়া রোড, চুনারুঘাট
হবিগঞ্জ।

এড্লিড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
বার লাইব্রেরী মার্কেট, বেবী স্ট্যান্ড
কোর্ট ষ্টেশন রোড, হবিগঞ্জ।

গাউছুল আজম জামে মসজিদ মক্তব
বেগমপুর বাজার, বালাগঞ্জ
সিলেট।

PDF CREATED BY

মুহাম্মদ তাহমিদ আতিফ রায়হান

TO GET MORE BOOKS

www.facebook.com/sunnibookstore

01833-250336

info.tahmeed@gmail.com

বই হল জ্ঞান আহরণের সর্বোত্তম মাধ্যম।বই পড়ার মাধ্যমেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। ইসলাম, মাযহাব, মিল্লাত তথা সহীহ আকীদা এবং আমল জানা ও বুঝার জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না এই বিখ্যাত উক্তিটি আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আমাদের নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারনে হয়তো অনেকেরই বই কিনে পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুন্নাহ ইসলামের মৌলিক এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানার জন্য অবশ্যই সঠিক মতাদর্শী বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। অনলাইনে বাতিল মতবাদে ভরপুর শতশত বই থাকলেও মূলধারার ইসলামিক বইয়ের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যার ফলে এসব ঈমান বিধ্বংসী বাতিল মতবাদী বই পড়ে সাধারন মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ছে। তাই অনলাইনে সহীহ আকীদা ও আমল প্রচারের লক্ষ্যে আপনাদের সমীপে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

..... মুহাম্মদ তাহমিদ আতিফ রায়হান

(www.facebook.com/QAatif)